16

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

জীবনানন্দ দাশ

16.1 প্রস্তাবনা

কবি জীবনানন্দ দাশ একজন প্রকৃতিপ্রেমিক। তাঁর কাব্যে বাংলার নদ-নদী, বাংলার পশুপাখি, শঙ্খচিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে ভোরের আকাশে নবীন সূর্যের উদয় আকাশকে রক্তরাঙ্গা করে তোলে। গঙ্গাসাগরের বুকে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে পুণ্য বারুণীর স্নানে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্য অর্জন করে। আবার বর্ষায় কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গীর মতো নদীগুলি কানায় কানায় জলে ভরে ওঠে। প্রকৃতিকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। তখন ধানের গন্ধে লক্ষ্মীপেঁচা উড়ে আসে। গাছের শাখা সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘাসের উপর নত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির এইসব অপরূপ রূপের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে ভেসে ওঠে বাংলায় অগণিত রূপকথার কাহিনি। কবি বর্ণিত এইসব লৌকিক কাহিনি, রূপকথা একদিন বিস্তারলাভ করেছিল বাংলার কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল গাছের ছত্রছায়ায়। এইভাবে কবি কল্পিত নায়িকা শঙ্খমালারও আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই নায়িকা একদিন বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে।

16.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠ করলে আপনারা —

- বাংলার পল্লি প্রকৃতির অপরূপ রূপের আভাস পাবেন।
- কবিতায় উল্লিখিত বাংলার নদনদী ও গাছপালা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলার বিভিন্ন পাখির সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রূপকথার কিছু প্রচলিত কাহিনি জানতে পারবেন।

16.3 মূল পাঠ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

জীবনানন্দ দাশ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — সব চেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে, — সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর —
শঙ্খমালা নাম তার; এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে পাবে নাকো — বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

শব্দার্থ ও টীকা

ডাঙা = উচ্চভূমি, স্থল।

নাটা = গোলাকার ছোট ফল বা তার বীজ, করঞ্জের বীচি।

বারুণী = সমুদ্র, জল, বৃষ্টি ও পশ্চিমদিকের অধিদেবতা।

সুদর্শন = চিল

শঙ্খমালা = নায়িকা।

বিশালাক্ষী = আয়তলোচনা, দুর্গাদেবী।

16.4 বিষয়ের রূপরেখা

16.4.1

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — সব চেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে, — সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;

গদ্যরূপ:

এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ও করুণ এক স্থান আছে। সেখানকার সবুজ ডাঙা সবসময় মধুকূপী ঘাসে ভরে আছে। সেখানে কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল নামে গাছ আছে। সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো সূর্য জেগে ওঠে। সেখানে গঙ্গাসাগরের বুকে জলের দেবতা বারুণী থাকে। তাই কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গীর বুকে সব সময় জল পাওয়া যায়। সেখানে শঙ্খচিল পানের বনের হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সেখানে নতুন ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ লক্ষ্মীপেঁচার আবির্ভাব ঘটে।

বক্তব্যসার:

বাংলার রূপমুগ্ধ কবি আলোচ্য কবিতাটিতে বাংলার অপরূপ রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন — বাংলার রূপ সবচেয়ে সুন্দর করুণ। বাংলার ধানসিড়ি নদী, বাংলার রূপশালী ধান, বাংলার শ্যামা, দোয়েল, খঞ্জনা পাখি, বাংলার কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গী নদী এবং বাংলার জাম, বট, অশ্বত্থ, হিজলের গাছ কবিমনে আনন্দের হিন্দোল জাগায়। আবার বাংলার করুণ কাহিনি বা রূপকথার শঙ্খমালা, মানিকমালা সেইসব বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন সংস্কৃতি কবির মনকে সকরুণ করে তোলে। তাই বাংলার রূপ কবির কাছে সুন্দর, করুণ। এখানে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গা সাগরের বুকে পুণ্য সাগর-স্নান অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সাগরজলে স্নান করেন। বরুণদেব বাংলার নদীকে প্রচুর জলে ভরে দেন।

সেখানে রুদ্র বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহের পর মৃদুমন্দ বাতাসে কচিৎ কখনও পানের বন দুলে ওঠে, তেমনি অকস্মাৎ শঙ্খচিলের ঘটে আবির্ভাব। আবার নবীন ধানের গন্ধে লক্ষ্মীর শুভবার্তা নিয়ে আবির্ভাব ঘটে লক্ষ্মীপেঁচার।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 16.1

ঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন:

1. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ — স্থানটি
   - (i) ম্লান অকরুণ।
   - (ii) সুন্দর করুণ।
   - (iii) অস্ফুট তরুণ।
2. সেখানে বারুণী থাকে —
   - (i) বঙ্গোপসাগরের বুকে।
   - (ii) ভারত মহাসাগরের বুকে।
   - (iii) গঙ্গাসাগরের বুকে।
3. ‘‘সেখানে কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল’’ — কে অবিরল জল দেয়—
   - (i) অরুণ।
   - (ii) বারুণী।
   - (iii) বরুণ।
4. **প্রতিটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ—**
   - (i) ‘‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — সবচেয়ে সুন্দর করুণ’’ — কবি স্থানটি একবার বলেছেন সুন্দর, আবার বলেছেন করুণ। কেন বলেছেন বুঝিয়ে দিন।
   - (ii) সেখানে সবুজ ডাঙা কীসে ভরে থাকে?
   - (iii) ‘সেখানে গাছের নাম’ — ক্রম অনুসারে গাছগুলির নাম লিখুন।
   - (iv) বরুণ দেবের দানে কোন কোন নদী জলে ভরে ওঠে?

(v) সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা কখন আসে?

শব্দার্থ ও টীকা

16.4.2

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর —
শঙ্খমালা নাম তার; এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে পাবে নাকো — বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

গদ্যরূপ:

সেখানে অন্ধকার ঘাসের উপর লেবুর শাখা নুয়ে পড়ে, অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন তার ঘরে উড়ে যায়। সেখানে শঙ্খমালা নাম্নী এক রূপসীর শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে। এই বিশাল পৃথিবীর কোনও নদী ঘাসে তাকে আর তুমি খুঁজে পাবে না। (কারণ) বিশালাক্ষী তাকে বর দিয়েছিল। সেই বরে সে ঘাস আর ধান হয়ে নীল বাংলায় জন্মেছে।

বক্তব্যসার:

পরবর্তী স্তবকে কবি পূর্ববর্তী বাংলার অপরূপ রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে এনেছেন — অন্ধকারে ফলভারে আনত নেবু গাছের চিত্রকল্প, হলুদশাড়ি পরা শঙ্খমালার বর্ণনা। বাংলার লোকসাহিত্যে কথিত আছে যে দেবী বিশালাক্ষী রূপসী নায়িকা শঙ্খমালাকে বর দিয়েছিলেন শঙ্খমালা ধান আর ঘাস হয়ে রূপসী বাংলার বুকে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকবে।

আনত = নুয়ে পড়া।

মন্তব্য:

কবিতাটি সনেট আকারে লেখা হলেও বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রূপ বর্ণনাই কবিতাটিতে অধিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কবিতাটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে প্রকৃতি। বাংলার প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি কবিতাটিতে বাংলার রূপকথা, লোকসাহিত্য থেকে কতগুলি রূপকল্প সংগ্রহ করে কবিতাটিকে একটি উচ্চ সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এই কবিতাটিতে ব্যবহৃত কতগুলি চিত্রকল্পের উল্লেখ করা যায়।

সনেট = চতুর্দশপদী কবিতা।

চিত্রকল্প = কল্পনায় ছবি ফুটে ওঠা।

রূপকল্প = বিশেষ কোনো রূপ কল্পনা করা।

যেমন, — ১। সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ
২। শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল।
৩। লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ
৪। সেখানে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকার সন্ধার বাতাসে
৫। সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর —

কবিতাটির মূল সুর প্রকৃতি হলেও কবিতাটির নামকরণ সংগতিহীন নয়। বরঞ্চ কবিতার প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত করে নামকরণ হওয়ায় তা আরও ব্যঞ্জনাধর্মী এবং যথার্থ হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 16.2

ঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন:

1. 'অন্ধকারে ঘাসের উপর নুয়ে থাকে' —
   (i) নেবুর শাখা। (ii) ধানের শিস্। (iii) বটের শাখা।
2. ''শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর'' — কোন্ রঙ্-এর শাড়ি?
   (i) লাল রঙ্-এর (ii) হলুদ রঙ্-এর (iii) সবুজ রঙ্-এর
3. ''তারে আর তুমি খুঁজে পাবে নাকো'' — কেন?
   (i) তিনি অন্যসব রূপসী নায়িকাদের মতোই কবির কল্পনার বস্তু।
   (ii) তিনি রূপকথার নায়িকাদের মতো রাজপুত্রের সঙ্গে চলে গেছেন।
   (iii) বিশালাক্ষীর বরে বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর জন্মেছেন।
4. (i) সেখানে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে কেন? (ii) সুদর্শন কখন তার ঘরে উড়ে যায়?
   (iii) রূপসী নায়িকার নাম কি?

16.5 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলার পল্লী প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের বর্ণনা;
2. নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর নাম;
3. বাংলার কয়েকটি গাছ-গাছালি ও পশুপাখির নাম;
4. বাংলার কোনও কোনও রূপকথা ও লোকগাথার কথা।

16.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. ''এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'' — কবিতাটি কী ধরণের কবিতা?
2. সেখানে গঙ্গাসাগরের বুকে কী হয়ে থাকে?
3. কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা আর জলঙ্গী কী করে অবিরল জল পায়?
4. শঙ্খমালা কে? তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন?
5. বিশালাক্ষী তাকে কী বর দিয়েছিল?
6. কবিতাটির ভাষা অলংকার ও চিত্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করুন।

16.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

16.1

1. (ii) সুন্দর করুণ।
2. (iii) গঙ্গাসাগরের বুকে।
3. (iii) বরুণ।
4. (i) কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় স্থানটিকে সুন্দর বলেছেন, আবার লৌকিক কাহিনি কবিকে বিষাদমগ্ন করে, তাই এটি করুণ।
   (ii) সেখানে সবুজ ডাঙা মধুকূপী ঘাসে ভরে থাকে। (iii) কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল।

(iv) কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গী। (v) নতুন ধানের গন্ধে লক্ষ্মী পেঁচা আসে।

16.2

1. (i) নেবুর শাখা।
2. (ii) হলুদ রঙ্-এর।
3. (iii) বিশালাক্ষীর বরে বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর জন্মেছেন।
4. (i) সেখানে ফলভারে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে। (ii) অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়।
   (iii) রূপসী নায়িকার নাম শঙ্খমালা।

কবি পরিচিতি

কবি জীবনানন্দ দাশ একালের একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ, মাতা কুসুমকুমারী। বরিশালে ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ থেকে পাশ করে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজি সাহিত্যে সাম্মানিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। তিনি কলকাতা সিটি কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ, হাওড়া গার্লস কলেজ প্রভৃতি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচিত 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির' এবং 'রূপসী বাংলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি 'মাল্যবান' নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন।

১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউতে এক শোচনীয় ট্রাম দুর্ঘটনায় কবি আহত হয়ে পরলোক গমন করেন।

16.8 সমধর্মী রচনা

কোথাও দেখি নি, আহা, এমন বিজন ঘাস — প্রান্তরের পারে

— জীবনানন্দ দাশ

কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস — প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে — নীল বুকে আছে তাহাদের
গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাতা — বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
তাহাদের শ্যাম বুকে; — পাড়াগাঁর কিশোরেরা যখন কান্তারে
বেতের নরম ফল, নাটাফল খেতে আসে, ধুন্দুল বীজের
খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে, — বক তাহা জানে নাকো, পায় নাকো টের
শালিখ খঞ্জনা তাহা; — লক্ষ লক্ষ ঘাস এই নদীর দু'ধারে

নরম কান্তারে এই পাড়াগাঁর বুকে শুয়ে সে কোন দিনের
কথা ভাবে; তখন এ জলসিড়ি শুকায় নি, মজে নি আকাশ,
বল্লাল সেনের ঘোড়া — ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হ'ত এই পথে — আরো আগে রাজপুত্র কত দিন রাশ
টেনে টেনে এই পথে — কি যেন খুঁজেছে, আহা হয়েছে উদাস;
আজ আর খোঁজাখুঁজি নাই কিছু — নাটাফলে মিটিতেছে আশ —